

## লেসোথো

কাজী জহিরুল ইসলাম



পেটের পীড়ায় মরে গেল মোলেলেকি, ক’দিন পরে থাহানে, এরপর খোশানা, এরপর থেকিসো, এমনি আরো অনেকে। আসলেই কি এটা পেটের পীড়া? না, পেটের পীড়াতো কেবল মৃত্যুর উপলক্ষ, অসুখটির নাম এইডস। এমনি করে প্রতিদিন শত শত লোক এইডসে মরে যাচ্ছে যে দেশে, সেই দেশটির নাম লেসোথো। বিরান পাহাড়ি কৃষিভূমি আগাছায় ভরা, চাষ করার লোক নেই। ছনের ছাউনির নিচে মাটির দেয়াল, সে দেয়ালে ঘাস গজিয়েছে। কাঠের দরোজায় ঘুনপোকাদের বাসা। উঠানে বন্য প্রাণীদের হাঁটাচলা। বাড়িতে কোন লোক নেই। একে একে সবাই কবরে। এক নিম্ভক প্রেতপুরি হয়ে উঠছে প্রতিটি বাড়ি। ৩০ হাজার ৩৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এই ভূ-খন্ডে লোক বাস করে ২০ লক্ষ ২২ হাজার। এ দেশে লোক বাড়ে না। গড়ে প্রতিবছর মানুষ কমে যায় ১০ হাজারেরও বেশি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেটের ভেতর একটি ডিম, লেসোথো, এক স্বাধীন দেশ। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ কেপ উপনিবেশের সাথে যুক্ত হয় এই জনপদটি, তখন এর নাম ছিল বসুতোল্যান্ড। বসুতোল্যান্ডের তখন এক রাজা ছিল, রাজা মোশুশু। দন্ডমুন্ডের কর্তা ব্রিটিশ, রাজা হলেন পুতুল। না, মেনে নিলেন না রাজা মোশুশু, শুরু হলো যুদ্ধ। ১৮৮৪ সালে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে। আবারো যুদ্ধ, আবারো ব্রিটিশ। এমনি চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে লেসোথো সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে ৪ অক্টোবর ১৯৬৬ সালে। তখন রাজা মোশুশু (দুই)।

লেসোথো এক পাহাড়ি দেশ। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। বেশিরভাগ গ্রামে যাওয়ার একমাত্র বাহন হলো ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটেই যেতে হয় দূরের লোকালয়সমূহে। দেশের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত সমতলে গড়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় শহর মাসেরু, দেশের রাজধানী। টাকা পয়সার নাম লতি এবং লিসেন্তা। এক'শ লিসেন্তে এক লতি। লতির মুদ্রামান বেশ ভালো, ৭ লতিতে এক ডলার। প্রবাসী কর্মজীবীদের ৩৫ শতাংশ কাজ করে দক্ষিণ আফ্রিকায়, বেশিরভাগই খনিশ্রমিক। জনসংখ্যার প্রায় সবাই সোথো সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেসোথোতে একেবারেই নেই। তবে রাজনৈতিক কোন্দল আছে, আছে সবকিছুতেই প্রচণ্ড সরকারী নিয়ন্ত্রণ। দেশের একমাত্র টিভি চ্যানেলটি সরকারী। কোন দৈনিক খবরের কাগজ নেই। ৫টি সোসোথো সাপ্তাহিক, ২টি ইংরেজী সাপ্তাহিক, সরকারী রেডিও-টিভি আর কয়েকটি এলাকা ভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানাধীন রেডিও নিয়েই লেসোথোর মিডিয়া জগৎ।

১৯৭০ এর নির্বাচনের পর লেসোথোর রাজনীতি বদলে যায়। রাজা মোশুশুকে (দুই) নির্বাসনে যেতে হয়। যখন ফিরে আসেন তখন তার রাজনীতিতে নাক গলানি নিষেধ। ক'দিন পরে আরো এক দফা ক্ষমতা কর্তন, কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই রাজার। এমন কি সেনাপ্রধানের চাপে মোশুশুকে (দুই) সিংহাসনও ছাড়তে হয়। রাজা হন তার ছেলে লেতসিয়ে (তিন)। কিন্তু ক্ষমতা কারো চিরদিনের নয়। ১৯৯৫ সালে সেনা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন জাস্টিন লেখানিয়া, নতুন চেয়ারম্যান কর্ণেল রামায়েমা রাজা মোশুশুকে পুনর্বহাল করেন। আর লেতসিয়ে আবাবো ক্রাউন প্রিন্স। অবশ্য এর কিছুদিন পরেই, ১৯৯৬ সালে, সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান রাজা মোশুশু, আবাবো রাজা হন লেতসিয়ে (তিন)। পরের নির্বাচনগুলোতে অনেক হাঙ্গামা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেসব নিয়ন্ত্রণ করে। লেসোথোর সরকার প্রধান হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেথুয়েল পাকালিথা মোসিসিলি। ২০০৭ সালে তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। ৮০ আসনের একটি পার্লামেন্ট রয়েছে, যার ৬১টি আসনেই জয়লাভ করে মোসিসিলির লেসোথো কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি (এলসিডি) পার্টি।

বিশ্বব্যাপকের হিশেব অনুযায়ী লেসোথোর মানুষের গড় মাথাপিছু আয় এক হাজার ডলার। ৮০ শতাংশ লোক খ্রিস্টান আর ২০ শতাংশ লোক বিভিন্ন আদিধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন শিক্ষিত। সোসোথো এবং ইংরেজীর পাশাপাশি জুলু এবং জোশা ভাষায়ও কিছু লোক কথা বলে। সারা দেশে মাত্র ৭ 'শ লোক আছে যারা ইউরোপ, এশিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে এসে লেসোথোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রতি ৯৩ জনের জন্য একটি মোবাইল ফোন আছে, সারাদেশে মাত্র হাজার দশেক লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে। লেসোথোর পাহাড়ে-সমতলে গম, ভুট্টা, বার্লি, ডাল উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পাথর, মিঠাপানি, হিরা, চাষযোগ্য জমি, বালু এবং শ্বেতকাদা।

লেসোথোর পাহাড়ের তলদেশে অগাধ সম্পদ লুকিয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এর মধ্যে হিরা এবং সোনা অন্যতম। কিন্তু সেই সম্পদ আহরণ করবে কে? লেসোথোর মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ৩৬ বছর। ভয়ানক দানব এইডস ওদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। রাতের আকাশে ডানা মেলে ওড়ে একদল ভুতুড়ে বাদুড়, পাহাড়ের আড়াল থেকে ডেকে ওঠে মরালোভী শৃগালের দল। মৃত্যুর এই বিভিষিকা পেরিয়ে লেসোথোর মানুষ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে, জয় করবে এইডসের মতো মহাঘাতক দানবকে এমন আশাবাদই ব্যক্ত করলেন জনাথন মাৎসেইং, আমার সহকর্মী।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট